রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৪, ১৯৮৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

শাখা-১১

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০শে আষাঢ়, ১৩৯৫/১৪ই জুলাই, ১৯৮৮

নং এস, আর, ও ২২৪-আইন/৮৮/শা-১১/১আর-১/৮৭/১৪৭—স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৯ নং আইন) এর ধারা ৫৭তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রয়োগ।**—(১) এই বিধিমালা জেলা পরিষদ কর্মচারী (ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক) বিধিমালা, ১৯৮৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা পরিষদের ওয়ার্কচার্জড, কন্টিজেন্সী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ও প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারী ব্যতীত অন্য সকল কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "কর্মচারী" অর্থ শিক্ষানবিস, স্থায়ী বা অস্থায়ী নির্বিশেষে পরিষদের সকল কর্মচারী, এবং একজন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(খ) "চাঁদা প্রদানকারী" অর্থ এই বিধিমালা অনুসারে তহবিলে চাঁদা প্রদান করেন এমন একজন কর্মচারী;

(গ) "তহবিল" অর্থ বিধি ৩ এর অধীনে গঠিত ভবিষ্য তহবিল;

মূল্যঃ ৯০ পয়সা

(ঘ) "পরিবার" অর্থ,—

(অ) পুরুষ চাঁদাপ্রদানকারীর ক্ষেত্রে, তাহার স্ত্রী (বা স্ত্রীগণ), এবং সন্তান-সন্ততিগণঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন চাঁদাপ্রদানকারী এই মর্মে প্রমাণ করেন যে, তাহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন বা প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকারী নহেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রী তাহার পরিবারের সদস্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন না, তবে চাঁদাপ্রদানকারী যে কোন সময় হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট এতদুদ্দেশ্যে আবেদন করিয়া, উক্ত স্ত্রীকে তাহার পরিবারভুক্ত করিতে পারেন;

(আ) মহিলা চাঁদা প্রদানকারীর ক্ষেত্রে, তাহার স্বামী ও সন্তান-সন্ততিগণঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন মহিলা চাঁদাপ্রদানকারী তাহার স্বামীকে এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তাহার পরিবারভুক্ত গণ্য না করার জন্য লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উক্ত স্বামী তাহার পরিবারের সদস্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন না, তবে উক্ত চাঁদাপ্রদানকারী যে কোন সময় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট এতদুদ্দেশ্যে আবেদন করিয়া উক্ত স্বামীকে তাহার পরিবারভুক্ত করিতে পারেন;

(ঙ) "পরিষদ" অর্থ স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৯ নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত কোন জেলা পরিষদ;

(চ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত ফরম;

(ছ) "হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা" অর্থ পরিষদের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা;

(জ) "সন্তান-সন্ততি" অর্থ বৈধ সন্তান-সন্ততি।

৩। **ভবিষ্য-তহবিল, ইত্যাদি।**—(১) প্রতিটি পরিষদে একটি তহবিল গঠিত হইবে যাহা সংশ্লিষ্ট জেলার নাম অনুসারে জেলা পরিষদ কর্মচারী ভবিষ্য-তহবিল নামে অভিহিত হইবে।

(২) তহবিলে হিসাব খুলিবার জন্য এই বিধিমালা প্রবর্তনের সময় পরিষদের চাকুরীতে বিদ্যমান যে কোন কর্মচারী অনুরূপ প্রবর্তনের ছয় মাসের মধ্যে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট ফরম 'ক'-তে আবেদন করিবেন এবং অন্যান্য কর্মচারী পরিষদের চাকুরীতে যোগদানের ছয় মাসের মধ্যে উক্ত ফরমে উক্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন দাখিল করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা প্রবর্তনের পূর্বে কোন কর্মচারী Local Councils Servants (Contributory Provident Fund and Gratuity) Rules, 1968 এর অধীনে অনুরূপ কোন আবেদন করিয়া থাকিলে এই উপ-বিধির অধীনে কোন আবেদন করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে দাখিলকৃত আবেদনপত্র সম্পর্কে, সন্তুষ্ট হইলে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আবেদনপত্র মঞ্জুর করতঃ আবেদনকারীর নামে একটি পৃথক হিসাব খুলিয়া একটি হিসাব নং বরাদ্দ করিবেন এবং উহা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবেন।

(৪) তহবিলে জমাকৃত ও উহা হইতে পরিশোধিত বা বিনিয়োগকৃত অর্থ সম্পর্কে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তহবিলের হিসাব প্রচলিত আইন অনুসারে নিরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৪। **তহবিলে দেয় চাঁদা।**—(১) প্রত্যেক চাঁদাপ্রদানকারী তাহার মূল বেতনের ১০% এর সমপরিমাণ চাঁদা তহবিলে প্রদান করিবেন এবং উক্ত চাঁদা তাহার মাসিক বেতন বিল হইতে কর্তন করিয়া তহবিলে জমা করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদাপ্রদানকারী উক্ত হার অপেক্ষা অধিক হারেও চাঁদা প্রদান করিতে পারেন।

(২) পরিষদ প্রতিমাসে ইহার নিজস্ব তহবিল হইতে প্রত্যেক চাঁদাপ্রদানকারীর মূল বেতনের ১০% এর সমপরিমাণ টাকার চাঁদা তহবিলে প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও(২) এর অধীনে প্রদত্ত চাঁদা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ভবিষ্য-তহবিল-হিসাবে জমা দেখানো হইবে।

(৪) কোন চাঁদাপ্রদানকারী বেতনসহ ছুটিতে থাকিলে তাহার চাঁদা প্রদান অব্যাহত থাকিবে; কিন্তু তিনি বিনা বেতনে ছুটিতে থাকিলে, উক্ত সময়ের চাঁদা প্রদানে কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না এবং উক্ত সময়ের চাঁদা তিনি ছুটি শেষ হওয়ার পরেও জমা দিতে পারেন।

৫। **সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন চাঁদা প্রদান।**—কোন চাঁদাপ্রদানকারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালে ভবিষ্য-তহবিলে চাঁদা দান করিতে পারিবেন না, তবে পুনর্বহাল হওয়ার পর তিনি একত্রে উক্ত সময়ের বকেয়া চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

৬। **ভবিষ্য-তহবিল-হিসাবে জমাকৃত টাকা স্থানান্তর।**—কোন চাঁদাপ্রদানকারী সাধারণভাবে বা পদোন্নতি লাভ করিয়া অন্য কোন পরিষদে বদলী হইলে তাহার ভবিষ্য-তহবিল-হিসাবে জমাকৃত সমুদয় টাকা উক্ত অন্য পরিষদের ভবিষ্য-তহবিলে স্থানান্তর করিতে হইবে এবং সেখানেও তাহার নামে একটি পৃথক হিসাব খুলিয়া স্থানান্তরিত টাকা ও পরবর্তীতে জমাকৃত টাকা উক্ত হিসাবে জমা দেখানো হইবে।

৭। **তহবিলের টাকা বিনিয়োগ পদ্ধতি।**—(১) সরকারের আদেশ দ্বারা সময় সময় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে তহবিলের টাকা বিনিয়োগ করা হইবে।

(২) সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে পরিষদ প্রত্যেক চাঁদাপ্রদানকারীকে তাহার ভবিষ্য-তহবিল-হিসাবে জমাকৃত চাঁদার উপর সুদ প্রদান করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সুদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন মর্মে কোন চাঁদাপ্রদানকারী লিখিতভাবে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে অবহিত করিলে, এই বিধির অধীনে কোন সুদ প্রদানের প্রয়োজন হইবে নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে, পূর্বে জমাকৃত কোন সুদ গ্রহণ করিতে কোন চাঁদাপ্রদানকারী অনিচ্ছুক হইলে পরিষদ উক্ত সুদের টাকা প্রাপ্ত হইবে।

৮। **মনোনয়ন।**—(১) কোন চাঁদাপ্রদানকারীর মৃত্যু হইলে, তাহার ভবিষ্য-তহবিল-হিসাবে জমাকৃত টাকা কে গ্রহণ করিবে তাহা নির্ধারণের জন্য প্রত্যেক চাঁদাপ্রদানকারী, চাঁদা প্রদান শুরু করিবার সময়, তাহার পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে ফরম 'খ' এর মাধ্যমে মনোনীত করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন চাঁদাপ্রদানকারীর পরিবার না থাকিলে, যে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি উক্ত ফরমের মাধ্যমে মনোনীত করিতে পারিবেন; এবং অনুরূপ মনোনয়নের পরে তিনি কোন সময় পরিবার অর্জন করিলে উক্ত মনোনয়ন বাতিল হইয়া যাইবে এবং তিনি অবিলম্বে তাহার পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে এই উপ-বিধির অধীনে মনোনীত করিবেন।

(২) কোন চাঁদাপ্রদানকারী উপ-বিধি (১) এর অধীনে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ ফরম 'খ' তে নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

(৩) চাঁদাপ্রদানকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে একটি নোটিশ দিয়া যে কোন সময় তাহার মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন, তবে অনুরূপ বাতিলকরণের সাথে সাথে তিনি উপ-বিধি (১) ও (২) অনুযায়ী নূতনভাবে মনোনয়ন দান করিবেন।

৯। **তহবিলে জমাকৃত অর্থ পরিশোধ।**—কোন চাঁদাপ্রদানকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে, অথবা অপসারণ ও বরখাস্ত ব্যতীত অন্য কোন ভাবে চাকুরীচ্যুত হইলে, তাহার ভবিষ্য-তহবিল-হিসাবে সঞ্চিত অর্থ চাঁদাপ্রদানকারীকে অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে পরিশোধ করিতে হইবে।

১০। **চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের ক্ষেত্রে ভবিষ্য-তহবিলের অর্থ পরিশোধ।**—কোন চাঁদাপ্রদানকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত হইলে, তিনি শুধুমাত্র তাহার নিজের প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ প্রাপ্ত হইবেন এবং পরিষদ প্রদত্ত চাঁদা ও উহর অর্জিত সুদ পরিষদ প্রাপ্ত হইবে।

১১। **চাঁদাপ্রদানকারীর মৃত্যুতে তহবিল হইতে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ প্রদান।**—কোন চাঁদা-প্রদারকারীর মৃত্যু হইলে, তাহার দাফন-কাফন বা ক্ষেত্রমত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য অথবা তাহার বিধবা স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততি অথবা অন্যান্য পোষ্যবর্গকে তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য প্রদানের জন্য পরিষদের চেয়ারম্যান উক্ত কর্মচারীর ভবিষ্য-তহবিল-হিসাবে সঞ্চিত অর্থ হইতে অনধিক ৫০০ টাকা প্রদান করিতে পারিবেন; এবং এইরূপ কোন অর্থ প্রদান করা হইলে, উহা ভবিষ্য-তহবিল-হিসাবে সঞ্চিত অর্থ চূড়ান্তভাবে পরিশোধের সময় সমন্বয় করিতে হইবে।

১২। **চাঁদাপ্রদানকারীর নিকট হইতে পরিষদের প্রাপ্য টাকা কর্তন।**—কোন চাঁদাপ্রদানকারীর অবসর গ্রহণ, মৃত্যু বা অন্যবিধভাবে চাকুরীচ্যুতির ক্ষেত্রে, তাহার প্রাপ্য অর্থ তাহাকে চূড়ান্তভাবে পরিশোধের পূর্বে, তাহার ভবিষ্য-তহবিল-হিসাবে জমাকৃত টাকা হইতে পরিষদ ইহার প্রাপ্য টাকা কর্তন করিয়া রাখিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরিষদের পাওনা টাকার পরিমাণ নির্ধারণের অজুহাতে অনুরূপ পরিশোধ, চাঁদাপ্রদানকারীর উক্তরূপ চাকুরীচ্যুতির পর দুই মাসের অধিককালব্যাপী, স্থগিত রাখা যাইবে না; উক্ত সময়ের মধ্যে পাওনা টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করা না হইলে তাঁহার প্রাপ্য টাকা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা যাইবে এবং পরবর্তীতে উক্ত পাওনা নির্ধারিত হইলে, উহা তাহার বা তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Beng. Act. III of 1913) বিধানাবলী অনুসারে আদায় করা যাইবে।

১৩। **তহবিল হইতে অগ্রিম গ্রহণ।**—(১) কোন চাঁদাপ্রদানকারী তহবিল হইতে অগ্রিম গ্রহণ করিতে চাহিলে তিনি ফরম 'গ' এর মাধ্যমে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট আবেদনপত্র দাখিল করিবেন; এবং উক্ত আবেদনপত্র সম্পর্কে উক্ত কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হইলে, চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে, আবেদনকারীকে তাহার ভবিষ্য--তহবিল-হিসাবে জমাকৃত টাকার অর্ধেক, অথবা তাহার তিন মাসের বেতনের মধ্যে যাহা কম উহার সমপরিমাণ টাকা অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই বিধির অধীনে অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না, যথাঃ

(ক) আবেদনকারী অথবা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের দীর্ঘদিন অসুস্থতার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ;

(খ) স্বাস্থ্যগত কারণে অথবা শিক্ষার উদ্দেশ্যে আবেদনকারী অথবা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের বিদেশ ভ্রমণের ব্যয় নির্বাহ;

(গ) আবেদনকারী অথবা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথা অনুযায়ী বিবাহ, তাহার পরিবারের কোন সদস্যের দাফন-কাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা অন্য কোন অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ;

(ঘ) আবেদনকারী বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের জীবন বীমার প্রিমিয়ামের অর্থ পরিশোধ;

(ঙ) বাসগৃহের জন্য জমি ক্রয়, বাসগৃহ নির্মাণ, বাসগৃহ ক্রয় বা মেরামত, বা এই সকল উদ্দেশ্যে ব্যয় নির্বাহের জন্য গৃহীত ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধ;

(চ) আবেদনকারী মুসলমান হইলে, অনধিক একবার হজ্বব্রত পালন, এবং তিনি অমুসলমান হইলে, অনধিক একবার তীর্থভ্রমণ।

১৪। **গৃহীত অগ্রিম পরিশোধ।**—(১) এই বিধিমালার অধীনে গৃহীত অগ্রিম উহা মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কিস্তিতে, যাহা ১২ টির কম বা ৪৮ টির অধিক হইবে না, পরিশোধযোগ্য হইবে, তবে চাঁদাপ্রদানকারী ইচ্ছা করিলে নির্ধারিত সংখ্যক কিস্তি অপেক্ষা কম সংখ্যক কিস্তিতে অগ্রিম পরিশোধ করিতে বা এক সংগে একাধিক কিস্তি জমা দিতে পারিবেন।

(২) অগ্রিম গ্রহণের পর চাঁদাপ্রদানকারী যে মাসে প্রথম পূর্ণ বেতন গ্রহণ করেন সেই মাসের বেতন হইতে বাধ্যতামূলকভাবে উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্ধারিত কিস্তি ভিত্তিতে অগ্রিমের টাকা আদায় করা হইবে।

১৫। **চাঁদাপ্রদানকারী কর্তৃক সাধিত ক্ষতি, ইত্যাদি পূরণের ব্যবস্থা।**—কোন চাঁদাপ্রদানকারীর কৃতকার্যের ফলে বা তৎকর্তৃক করণীয় কাজ না করার ফলে পরিষদের কোন আর্থিক ক্ষতি সাধিত হইলে, সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, তাহার ভবিষ্য-তহবিল-হিসাবে সঞ্চিত অর্থ হইতে উক্ত ক্ষতি পূরণ করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে তহবিল হইতে চাঁদাপ্রদানকারীর প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ, বিধি ১২ এর বিধান সাপেক্ষে, স্থগিতও রাখা যাইবে।

১৬। **জীবন বীমা পলিসির টাকা পরিশোধ।**—(১) কোন চাঁদাপ্রদানকারী কোন বীমা পলিসির প্রিমিয়াম পরিশোধ বা এককালীন ক্রয়যোগ্য বীমা পলিসির অর্থ পরিশোধ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রিম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোন টাকা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) টাকা গ্রহণের পূর্বেই হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট উক্ত বীমা পলিসির যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করিয়া টাকা গ্রহণের যথার্থতা সম্পর্কে উক্ত কর্মকর্তাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে।

(খ) বীমা পলিসি গ্রহণের পর বার মাস অতিক্রান্ত হইয়া থাকিলে, এই বিধির অধীনে টাকা প্রদান করা যাইবে না;

(গ) টাকা গ্রহণের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রদেয় প্রিমিয়াম পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় টাকার অতিরিক্ত টাকা প্রদান করা যাইবে না;

(ঘ) এই বিধির অধীনে এমন জীবন বীমা পলিসির প্রিমিয়াম পরিশোধের জন্য টাকা প্রদান করা যাইবে না যে পলিসির টাকা চাঁদাপ্রদানকারী স্বাভাবিক অবসর গ্রহণের বয়স সীমার পূর্বেই সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে তাহাকে পরিশোধ করা হইবে;

(ঙ) এই বিধির অধীনে গৃহীত টাকার পরিমাণ পূর্ণ অংকের টাকা হইবে।

১৭। **ভবিষ্য তহবিলের টাকা প্রদানের ক্ষেত্রে Act XIX of 1925 এর প্রয়োগ।**—কোন চাঁদাপ্রদানকারীর ভবিষ্য-তহবিল-হিসাবে সঞ্চিত অর্থ পরিশোধ যোগ্য হইলে, উহা পরিশোধের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ The Provident Funds Act, 1925 (XIX of 1925) এর section 4 এর বিধানাবলী অনুসরণ করিবেন।

১৮। **আনুতোষিক।**—(১) কোন কর্মচারী অন্ততঃ পাঁচ বৎসর চাকুরী সমাপ্তির পর অবসর গ্রহণ করেন তাহা হইলে পরিষদ তাহার প্রতিটি পূর্ণাংগ বৎসরের চাকুরীর জন্য তৎকর্তৃক প্রাপ্ত সর্বশেষ মাসিক মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ উক্ত কর্মচারীকে বা তাহার পরিবারকে প্রদান করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) এইরূপ আনুতোষিকের পরিমাণ উক্ত কর্মচারীর ২৫ মাসের বেতন অপেক্ষা বেশী হইবে না; এবং

(খ) কোন আংশিক বৎসরের ক্ষেত্রে চাকুরীর মেয়াদ ১৮৫ দিন হইলে উক্ত মেয়াদকে একটি পূর্ণাংগ বছর হিসাবে গণ্য করা হইবে।

ব্যাখ্যা—এই বিধিতে 'অবসর' বলিতে পদ বিলুপ্তি জনিত কারণে চাকুরীচ্যুতি বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ পদত্যাগ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৯। **বিশেষ আনুতোষিক।**—(১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, পরিষদে পাঁচ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিয়াছেন এমন কোন কর্মচারী যদি তাহার দায়িত্ব পালন করার কারণে অসুস্থ হইয়া বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু বরণ করেন তাহা হইলে তাহার পরিবারকে, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, নিম্নবর্ণিত হারে বিশেষ আনুতোষিক প্রদান করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) চাকুরীর মেয়াদ পাঁচ বৎসর অথবা তদপেক্ষা বেশী কিন্তু ১০ বৎসরের বেশী না হইলে, অনধিক ১০ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ;

(খ) চাকুরীর মেয়াদ দশ বৎসরের বেশী হইলে, প্রতিটি পূর্ণ বৎসরের জন্য এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ, তবে এইরূপ আনুতোষিকের মোট পরিমাণ পঁচিশ মাসের বেশী হইবে না।

ব্যাখ্যা—এই উপ-বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) এক মাসের মূল বেতন বলিতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সর্বশেষ মাসিক মূল বেতন বুঝাইবে; এবং

(খ) কোন আংশিক বৎসরের চাকুরীর ক্ষেত্রে, চাকুরীর মেয়াদ অন্যূন ১৮৫ দিন হইলে উহাকে পূর্ণ বৎসর বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত মৃত্যুর কারণে কোন কর্মচারীর পরিবার আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীনে কোন আর্থিক সুবিধা পাইবার অধিকারী হইলে, উক্ত পরিবার উপ-বিধি (১) বা উক্ত অন্য কোন আইনের অধীন যে কোন একটি সুবিধা, যাহা তাহার নিকট অধিকতর সুবিধাজনক হয়, গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০। **আনুতোষিক স্থানান্তর।**—(১) কোন কর্মচারী এক পরিষদ হইতে অন্য কোন পরিষদে বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে বদলী হইলে, তিনি যে পরিষদে বদলীর পূর্ব পর্যন্ত কার্যরত ছিলেন সেই পরিষদ তাহার চাকুরীর প্রতিটি পূর্ণাংগ বৎসরের জন্য এক মাসের মূল বেতন এবং ক্ষেত্রমত উপ-বিধি (২)(গ) অনুসারে বদলীকৃত অর্থের উপর জমাকৃত সুদ উক্ত অন্য পরিষদ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাবরে স্থানান্তর করিবে।

ব্যাখ্যা—এই উপ-বিধিতে এক মাসের মূল বেতন বলিতে বদলীর পূর্বে কর্মচারী যে পরিষদে কর্মরত ছিলেন সেই পরিষদে উক্ত কর্মচারী কর্তৃক প্রাপ্ত সর্বশেষ মাসিক মূল বেতন বুঝাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী বদলীকৃত কর্মচারীর আনুতোষিকের অর্থ প্রাপ্ত হইবার পর সংশ্লিষ্ট পরিষদ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিতভাবে অর্থ বিনিয়োগ এবং ইহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে:

(ক) বদলীকৃত এইরূপ প্রতিটি কর্মচারীর নামে একটি আলাদা হিসাব খুলিতে এবং সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(খ) স্থানান্তরিত আনুতোষিকের অর্থ কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে; এবং

(গ) উক্ত কর্মচারী পুনঃ বদলী হইলে সুদসহ জমাকৃত সম্পূর্ণ টাকা তাহার নূতন কর্মস্থলে পুনরায় প্রেরণ করিতে হইবে।

২১। **বদলীকৃত কর্মচারীর আনুতোষিক চূড়ান্তভাবে প্রদান।**—বদলীকৃত কোন কর্মচারী আনুতোষিক অথবা বিশেষ আনুতোষিক পাওয়ার অধিকারী হইলে, তিনি যে পরিষদ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন বা চাকুরীতে থাকাকালে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন সেই পরিষদ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আনুতোষিক বা বিশেষ আনুতোষিক উহার প্রাপককে পরিশোধ করিবে।

২২। **বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বিষয়।**—অবসর ভাতা এবং আনুতোষিক সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই বিধিমালায় পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে, উক্ত বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশ বা নিয়মাবলী অনুসরণ করা হইবে, এবং এইরূপ অনুসরণে কোন অসুবিধা দেখা দিলে উক্ত বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

২৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের সংগে সংগে Local Council Servants (Contributory Provident Fund and Gratuity) Rules, 1968 এর প্রয়োগ জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে রহিত হইবে।

(২) উক্ত রহিতকরণ সত্বেও উক্ত কোন Rule-এর অধীনে গঠিত কোন প্রভিডেন্ট ফান্ড, উক্ত ফান্ডে প্রদত্ত চাঁদা, উক্ত ফান্ড এর টাকার বিনিয়োগ বা সংরক্ষিত বা পরিচালিত হিসাব, উক্ত ফান্ড হইতে প্রদত্ত বা পরিশোধিত অর্থ বা অগ্রিম বা আনুতোষিক, অথবা দাখিলকৃত কোন আবেদনপত্র বা মনোনয়ন, অথবা গৃহীত অন্য যে কোন ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীনে গঠিত, প্রদত্ত, বিনিয়োগকৃত, সংরক্ষিত, পরিচালিত, পরিশোধিত, দাখিলকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ফরম 'ক'

বিধি ৩(২) দ্রষ্টব্য

ভবিষ্য-তহবিলে হিসাব খুলিবার আবেদন পত্র

১। জেলা পরিষদের নাম .....

২। আবেদনকারীর নাম .....

৩। পিতা/স্বামীর নাম .....

৪। পদের নাম .....

৫। বেতনক্রম ও মাসিক বেতন .....

৬। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ .....

৭। জন্ম তারিখ .....

৮। সুদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক কিনা .....

আমি ভবিষ্য তহবিলে একটি হিসাব খুলিতে চাই। সুতরাং আমার নামে একটি হিসাব খোলার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

উপরি-উক্ত তথ্যাদি সঠিক।

.....
তারিখ

.....
আবেদনকারীর স্বাক্ষর।

উপরি-উক্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সঠিক এবং আবেদনপত্র বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হইল।

তারিখ.....

.....
অফিস প্রধানের স্বাক্ষর।

(এই অংশে জেলা পরিষদের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পূরণ করিবেন)

উপরোক্ত আবেদনপত্র মঞ্জুর করা হইল এবং আবেদনকারীর নামে ..... জেলা পরিষদ ভবিষ্য তহবিল হিসাব নং.....বরাদ্দ করা হইল।

তারিখ.....

হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর।

ফরম 'খ'

বিধি ৮(১) দ্রষ্টব্য

ভবিষ্য-তহবিল হিসাবে জমাকৃত টাকা প্রাপ্তির মনোনয়ন পত্র

১। চাঁদা প্রদানকারীর পরিবারের এক/একাধিক সদস্যকে/সদস্যগণকে মনোনয়ন দান

আমার ভবিষ্যৎ তহবিল হিসাবে জমাকৃত টাকা পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে, অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত না হওয়ার পূর্বে আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত টাকা গ্রহণের জন্য আমি এতদ্বারা আমার পরিবারের নিম্নবর্ণিত সদস্যকে/সদস্যগণকে মনোনয়ন দান করিলাম :

মনোনীত সদস্য/সদস্যগণের নাম/ ঠিকানা।	চাঁদা প্রদানকারীর সহিত সম্পর্ক।	মনোনীত সদস্য মনোনীত সদস্য/ একাধিক হইলে সদস্যগণের বয়স। প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ (শতকরা হার)
১।		
২।		
৩।		

দুইজন স্বাক্ষীর নাম,
পদবী, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

তারিখ.....

.....
চাঁদাদানকারীর স্বাক্ষর

নাম.....

পদবী.....

ঠিকানা.....

তারিখ.....

২। চাঁদা প্রদানকারীর পরিবার না থাকিলে এক/একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান :

জেলা পরিষদ কর্মচারী ভবিষ্যৎ (তহবিল ও আনুতোষিক) বিধিমালা, ১৯৮৮ এর বিধি ২(ঘ) তে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে আমার কোন পরিবার নাই। আমার ভবিষ্যৎ তহবিল হিসাবে জমাকৃত টাকা পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে অথবা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত না হওয়ার পূর্বে আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত টাকা গ্রহণের জন্য আমি এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে মনোনয়ন দান করিলাম :

মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা।	চাঁদাদানকারীর সহিত সম্পর্ক যদি থাকে।	মনোনীত সদস্য মনোনীত ব্যক্তি/ একাধিক হইলে ব্যক্তিগণের বয়স। প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ (শতকরা হার)
১।		
২।		
৩।		

দুইজন স্বাক্ষীর নাম, পদবী, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

১। .....

২। .....

তারিখ.....

.....

চাঁদা প্রদানকারীর স্বাক্ষর

নাম .....

পদবী.....

ঠিকানা .....

তারিখ .....

ফরম 'গ'

[বিধি ১৩(১) দ্রষ্টব্য]

ভবিষ্য-তহবিল হইতে অগ্রিম গ্রহণের জন্য আবেদনের ফরম

বরাবর,

.....

.....

.....

জনাব,

আমার ভবিষ্য তহবিল হিসাব নম্বর.....তে জমাকৃত টাকা হইতে .....টাকা অগ্রিম প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এতদসংগে পরবর্তী পৃষ্ঠায় আপনার বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিতেছি।

উক্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সঠিক।

অনুগত

চাঁদা প্রদানকারীর স্বাক্ষর

তারিখ.....

নাম.....

পদবী.....

ঠিকানা.....

তথ্যাদি

১। বিগত ৩০শে জুন তারিখে ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ (উক্ত টাকার পরিমাণ প্রমাণের জন্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা প্রদত্ত প্রত্যায়ন পত্র/রশিদ দাখিল করিতে হইবে) .....

২। অগ্রিম গ্রহণের কারণ (কারণ বিবৃত করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে।) .....

৩। বর্তমান বেতনক্রম ও মাসিক মূল বেতন .....

৪। (ক) পূর্বের কোন অগ্রিম গ্রহণ করিলে উহার বিবরণ .....

(খ) পূর্বে গৃহীত অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধিত হইয়াছে কিনা এবং পরিশোধিত হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধ এর তারিখ .....

(গ) পূর্বে গৃহীত অগ্রিম সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হইয়া থাকিলে উহার কতটি কিস্তি পরিশোধ করিতে বাকী আছে .....

৫। প্রার্থীত অগ্রিমের পরিমাণ এবং উহা পরিশোধের জন্য প্রার্থীত কিস্তির সংখ্যা .....

উর্ধতন কর্মকর্তার সুপারিশ

.....

.....

উর্ধতন কর্মকর্তার স্বাক্ষর

.....

পদবী,

সীল

চাঁদা প্রদানকারীর স্বাক্ষর

নাম .....

পদবী .....

ঠিকানা .....

তারিখ .....

জীবন বীমা পলিসি ক্রয় বা উহার প্রিমিয়াম পরিশোধের জন্য অগ্রিমের আবেদন ক্ষেত্রে হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার সুপারিশ।

.....

.....

হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর

সীল ও তারিখ .....

.....

.....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হোসাইন আহম্মদ

সচিব।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার মাহ্‌ফুজাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।